অভিমান

সরোজ মুখার্জ্জির প্রযোজনায়
নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের দ্বিতীয় নিবেদন—

অভিমান

চিত্রনাট্য, সম্পাদনা ও পরিচালনা :
বিনয় ব্যানার্জ্জী

সহকারীগণ

কাহিনী ও সংলাপ : বটকৃষ্ণ বসু
চিত্র-শিল্পী — বিশু চক্রবর্ত্তী
শব্দ যন্ত্রী — জে, ডি, ইরাণী
শিল্পনির্দ্দেশক — কার্ত্তিক বসু
রসায়নাগারিক — ধীরেন দাসগুপ্ত
প্রধান কর্ম্মসচিব — বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
ষ্টুডিও-ব্যবস্থাপক — প্রমোদ সরকার
নৃত্যপরিকল্পনা — পিটার গোমেশ
রূপ-সজ্জাকর — শৈলেন গাঙ্গুলী
সাজ-সজ্জাকর — কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা
ব্যবস্থাপনায় — সুবেন সাউ
মানিক দে
দুলাল প্রামানিক
ব্রজগোপাল গুরে

পরিচালনায় — মণি মজুমদার
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ
কানুরঞ্জন ঘোষ
চিত্রশিল্পে — এ, কে, রেজা
হরেন বসু
শব্দযন্ত্রে — সন্তু বোস্
শিল্পনির্দ্দেশে — হীরেন লাহিড়ী
রসায়নাগারে — শম্ভু সাহা
সামান্য রায়
অমূল্য দাস
মণি চ্যাটার্জ্জী
রবীন সান্যাল
মোহিনী তরফদার
রূপসজ্জাকর — অক্ষয়, নিতাই
সম্পাদনায় — হরনাথ চক্রবর্ত্তী

সঙ্গীত-পরিচালনা :
রাম চন্দ্র পাল

গীত রচনায় — বটকৃষ্ণ বসু
চারু মুখোপাধ্যায়
শ্যামল গুপ্ত
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থির-চিত্রশিল্পী — ষ্টীল্ ফটো সার্ভিস

আলোক-নিয়ন্ত্রণে — আময় ঘোষ
অনিল দত্ত
সুরেন দে
মদন সেন
কেষ্ট বসু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার — দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানী লিঃ
কে, আর, লিঙ্ক
দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

ভূমিকায় : ছায়া দেবী, সন্ধ্যারাণী, স্মৃতিরেখা, অপর্ণা, পরেশ, জহর, গুরুদাস, শান্তা, ফণী রায়, হরিধন, গোকুল মুখার্জ্জি, বোকেন চট্টোঃ, মোহন, ডাঃ সুকুমার, ছোট ফণী, অজিতকুমার, মানিক, বৃন্দাবন, কৃষ্ণশীল, পতাকী, কেষ্টো গড়াই

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত] [কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্স রিলিজ]

অভিমান (কাহিনী)

নাটকের যবনিকা উঠল আকস্মিক-ভাবে একদিন।

ট্রামের লেডিজ সীটে বসে যাচ্ছিল সঙ্গীত-প্রতিভা রমেশ রায়!

মেয়েছেলের সীটে বেটাছেলের বসে যাওয়া বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নয়! তা না হলে অত ভীড় ঠেলে, যে-ভীড়ে নাকি এক চাকরী যাওয়ায় ভয় না থাকলে কোন ভদ্রলোক পর্য্যন্ত ঘেঁসতে সাহস করবে না, সেই ভীড়ন্ত ট্রাম থামিয়ে ভীড় সরিয়ে দেখা দেবেন কেন এক তরুণী!

"লেডীজ সীট্ ছাড়ুন"
"মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে আছে মশাই।"
"আপনি কি রকম ভদ্রলোক?"

"ধ্যান ভাঙ্গল গান-পাগল রমেশ রায়ের। ভ্রূ-কুঞ্চিত সঙ্গীত-নায়ক বল্লে : এত ভীড়ে যে-মেয়েছেলে ট্রামে উঠতে পারে, সে বেটাছেলের পাশে বসে যেতেও পারে।"

"ক্রুট্"—মনে মনে বল্লে, লেডী ডাক্তার মীরা। প্রেমের দেবতা বুঝি অলক্ষ্যে হাস্‌লে।

দোকানে, ব্যাঙ্কে, মীরা যেখানে যায়, কোথা থেকে দেখা হয়ে যায় সেই ক্রুটের সঙ্গে। তারপর একদিন জানা যায় Ladies Love Brutes. মীরাও রমেশকে হয়ত ক্রুট্ বলেই ভালবেসে ফেল্‌লে।

ডাক্তারী সাধনায় শুষ্ক হয় না নারীর মন —পাষাণ ভেদ করে ঝরণা একদিন নামে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হয় বিলেত ফেরত মীরার বোন রেখার আবির্ভাবে। ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক, গালে রুজ, নখে কিউটেক্স, সোসাইটির কিত্রিম চাপের তলায় কুঁকড়ে গেল রেখা, চাপা পড়ল তার আসল রূপ—শ্যামলী বাঙ্গালী মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল সোসাইটি-স্কাউণ্ড্রেল চ্যাটার্জ্জির রিহার্স্যাল রুমে। দিদির সাবধানী বাবার কামনা ব্যর্থ করে বেরিয়ে গেল রেখা। পতঙ্গ যেমন করে এগিয়ে যায় আলোর দিকে।

বাইরেও ঘনিয়ে এলো মেঘ। রমেশ আর মীরার মাঝখানে প্রাচীরের মত দাঁড়ালেন রমেশের মা। ছেলেকে তিনি স্পষ্ট করেই বল্লেন, এ হবার নয়। ছেলের প্রশ্ন: "আমার মতামতের কি কোন দাম নেই?" মায়ের উত্তর: "যেদিন ছেলের মত নিয়ে কাজ করতে হবে সেদিন জানব অমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।"

নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে যদি শুধু কাহিনীতে গ্রন্থিই পড়ে থাকে তো তার জন্য দায়ী নিয়তি! নাটকের তৃতীয় অঙ্কে হবে সেই গ্রন্থি উন্মোচন।

তার আগে আমরা দেখলাম, বোন ছেড়ে যাওয়ায় মীরার হৃদয় বুঝি গুড়িয়ে যায়। লক্ষ্য করেন চিকিৎসা গুরু, বলেন: "আগে সাধনা তারপর গার্হস্থ্য জীবন।"

নিরুদ্দিষ্ট রমেশের চিন্তায় পাগল রমেশের মা অসুস্থ হয়ে পড়ে—কলিকাতায় তাকে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। মীরার হাতে পড়ে সেবার ভার! ওদিকে রেখাও কি বুঝতে পেরেছে কোথাও ভুল হয়েছে তার? তবুও রমেশ আর মীরা আজও মুখ ফিরিয়ে কেন?

কাহিনী এখানেই অসমাপ্ত রাখলাম আমরা। পর্দায় গল্পের যে-ভাবে পরিণতি তা আপনি এইটুকু পড়ে কল্পনা করবার চেষ্টা করুন। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি এ-ছবির পরিণতি গতানুগতিক নয়!

সঙ্গীতাংশ

(১)

গানখানি মোর ভালবেসে হায়
হৃদয় করেছো দান
ডেকেছো আমায় তোমার সভায়
শোনাতে নতুন গান।
অচেনা হে প্রিয়া কোনো শুভরাতে
পারিনি তোমায় মালায় জড়াতে
হাত দু'টি ধরে কহিনি আদরে
ভোলো রাণী অভিমান।
মনে হয় তবু এই পরিচয়
যেন বহু পুরাতন
মরমে মোদের শত জনমের
কত মধু আলাপন
স্বপন আমার তাই তুমি-ময়
চেতনাতে মোর তা'রি পরিচয়
তোমারে বরিতে গানে গানে মোর
নিতি তাই অভিযান।

— পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২)

একটু কাছে এলে হায়
এমন কি আর যায় আসে
একটু না হয় বস্‌লে আমার পাশে
আজ কে এলো ফুল জাগানো রাত
যদি আঁধির পরেই থাকে আঁখি, হাতে লাগে
হাত।
চেনাশোনার এই যে অবকাশে.....
আমার এ গান ভালই যদি লাগে
নাচের তালে যদি এবার হৃদয় তোমার জাগে
না হয় তবে অমন করে আর
দূরে দূরে লুকিয়ে থেকে ডাক্‌লে বারে বার,
চেনাশোনার এই যে অবকাশে—
এমন কি আর যায় আসে,
একটু না হয় বস্‌লে আমার পাশে।

— শ্যামল গুপ্ত।

(৩)

দুটি আঁখি যবে ফিরে ফিরে চায়
আর দুটি আঁখি পানে
ভরে ওঠে মন ফাগুন দিনের
মধু প্রলাপের গানে
কত কবিতার ফুল ফোটে দুটি বুকে
কত কথা যেন ভীড় করে আসে মুখে
বলিতে ব্যাকুল দু'টি হিয়া তবু
দ্বিধা কেন দু'টি প্রাণে
ওর ভীরু ভালবাসা
মূক মুখে তোর কভু কিরে হায়
মুখর হবে না ভাষা।
কাছে থেকে তবু চিরদিন রহি দূরে
না-ফোটা কুঁড়ির বেদনায় ঝুরে ঝুরে,
দুটি হৃদয়ের প্রেমের মুকুল
ঝরিবে কি অভিমানে।

— বটকৃষ্ণ বসু।

(৪)

শুধু গান আরও গান
কোন কথা আজ নয়
নয় আজ অভিমান,
নীলিমায় মধু তিথি
ধরণীতে ফুলবীথি
অচেনাকে চিনে নিতে
কাছাকাছি দুটি প্রাণ
হৃদয়ের যত কথা এ গানে
নিয়েছে ঠাঁই
অকারণ পুলকের কোনো মানা—
হেথা নাই—
কাছে এসো আরো মোর
বেঁধে দাও ফুল-ডোর
ঘুচে যাক্ আজ রাতে
যত কিছু ব্যবধান।

— পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫)

ওগো পরদেশী বন্ধু আমার,
শুনে যাও, শুনে যাও
বলো বিদেশিনী, কী বলিবে তুমি
বলো কী বলিতে চাও।
কোন দেশে তব ঘর
বলো শুনি তারপর
মুসাফীর হয়ে পথে পথে ফিরে
বলো কি সুখ পাও?
পথ যে আমায় হাতছানি দে
টানে, হাঁ টানে।
শুধাই তোমারে সে কি যাদু জানে।
তাতো আমি জানিনাকো
তবে তুমি হেথা থাকো
যদি যাও তবে আমারে তোমার
সাথে করে নাও।

— চারু মুখোপাধ্যায়।

(৬)

প্রেম যেথা হায় রচেনা বাসর
খেলাঘর বেঁধে যায়,
ফুলবীথি সেথা বালুচর হয়ে
ভরে ওঠে নিরাশায়
জ্বালাতে হৃদয়ে অনলেরি জ্বালা
দুখের শিখায় কেঁদে মরে আসা
বিনা বাতাসে ঝড়ের আঘাত
হেনে যায় বেদনায়।
আমি যেন আজ ভাঙ্গা বাঁশরীর
ভুলে ভরা কোনো সুর,
কাছের বীনাটি কী গান বাজাতে
রয়ে গেছে বহুদূর;
হোক্ আঁখিজল, তবু যা পেলাম
এ জীবনে হায় তারো আছে দাম
গানের লিপিতে তাই ক্ষমা চাই
পথ-চাওয়া নিরালায়।

— শ্যামল গুপ্ত।

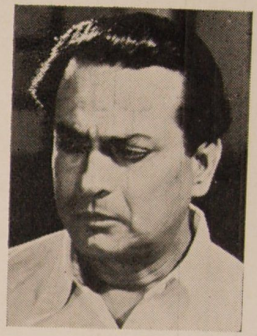

(৭)

গান গাইরে, গান গাইরে
গান গাইরে, গাইরে
গান গাইরে,
ঐ পাখী ডাকে ফুল শাখে
তাইরে,
ও—হাহা, হাহা—
চুপি আসে ঐ বুঝি মনোচোর
মনে তার ছিল যেন মায়া ঘোর
এই রাতে আঁখিপাতে
তারি ছোয়া পাইরে।
যতকথা আকুলতা দেবো তারে বলিতে
যদি আসে মোর পাশে এই পথ চলিতে
দেবো তায় যাহা চায় উপহার
অকপটে খুলে দিয়ে মন-দ্বার—
ভাবনাতে ঠাঁই দিতে
তাই মানা নাইরে।

— পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ছবির গানগুলি হিজ্ মাষ্টার, কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনিতে পাইবেন।

আমাদের পরিবেশনাধীন

আগামী চিত্রাবলী !!

☆

ভবাণী কলামন্দিরের ধর্ম্মমূলক চিত্র।

নল-দময়ন্তী

ভবাণী কলামন্দিরের সঙ্গীতালেখ্য !

জিপ্‌সী মেয়ে

(নাচে-গানে-ভরপুর)

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের তৃতীয় নিবেদন

সৎ-মা

শ্রেষ্ঠাংশে : ছায়াদেবী

★ ★

★

কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক ৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৮৬নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, জুভেনাইল আর্ট প্রেস হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।